

## কোরবানীর তাৎপর্য ও বিধান

আল্লাহর (ﷺ) নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রায় সকল উম্মাতের মধ্যেই কোরবানীর প্রচলন ছিল। এটা আগেকার নাবীগণেরও ছুন্নাত ছিল। কোরআনে কারীমে আল্লাহ (ﷻ) ইরশাদ করেছেন:-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

অর্থাৎ- আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কোরবানীর নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছি, যাতে জীবনোপকরণ স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে যেসব চতুষ্পদ জন্তু দান করেছেন সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।<sup>১</sup>

উক্ত আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার অর্থ হলো- আল্লাহর নামে যবেহ করা।

আমাদের দ্বীনে ইছলামে কোরবানী, একনিষ্ঠ ও একত্ববাদীগণের ইমাম; মুছলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (عليه السلام) এর ছুন্নাত হিসেবে গৃহীত।

ইবরাহীম (عليه السلام) এর প্রাণপ্রিয় পুত্র ‘আরব জাতির পিতা ইছমা‘য়ীল-কে (عليه السلام) যবেহ করার পরিবর্তে তাঁর স্থলে আল্লাহ (ﷻ) এক মহান ভেড়া কোরবানীর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহর (ﷻ) নির্দেশে ইবরাহীম (عليه السلام) ইছমা‘য়ীল-কে (عليه السلام) কোরবানী দেয়ার পরিবর্তে সেই ভেড়া কোরবানী দিয়েছিলেন। এ ছিলো আল্লাহর (ﷻ) এক অপরিসীম দয়া ও অনুকম্পা।

এ কারণেই ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম ও অন্যান্য ‘উলামায়ে কিরাম (عليهم السلام) বলেছেন যে, “হাদইয়ু (হাজ্জ বা ‘উমরাহ পালনকারী আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য মাঝাহতে যে পশু জবাই করে থাকেন, সেটাকে হাদইয়ু বলা হয়) বা ‘ঈদুল আয্হা উপলক্ষে যিলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ (অর্থাৎ ইয়াওমুন্ নাহর এর এক দিন এবং তাশরীকের তিন দিন) পর্যন্ত নির্দিষ্ট পশু যবেহ করা, মূলত: এটি হলো প্রাণের বিনিময়”।

আল্লাহ (ﷻ) যদি ইবরাহীম ও ইছমা‘য়ীল (عليه السلام) এর প্রতি এই অনুগ্রহটুকু না করতেন, তাহলে আজ হয়তো প্রতি বছর মুছলমানদের হাদইয়ু বা ‘ঈদুল আয্হা উপলক্ষে শত সহস্র মানুষ জবাই করতে হতো।

কোরবানীর বিধান:- ফিক্হ বিশেষজ্ঞ অনেক ‘উলামা ও আয়িম্যায়ে কিরামের মতে আর্থিক দিক থেকে সামর্থবান (যার নিকট মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে, যদিও তা নিসাব পরিমাণ না হয়)

১. سورة الحج - ৩৪

২. ছুরা আল হাজ্জ- ৩৪

প্রাপ্তবয়স্ক মুছলমানের জন্য কোরবানী প্রদান করা ছুন্নাতে মুআক্কাদাহ তথা অতীব জরুরী পালনীয় ছুন্নাতে।

ইমাম আবু হানীফাহ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, এক বর্ণনামতে ইমাম মালিক, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (رضي الله عنه) প্রমুখ ‘উলামায়ে কিরামের মতে প্রাপ্তবয়স্ক, সামর্থবান (ইমাম আবু হানীফাহ رضي الله عنه - এর মতে এক্ষেত্রে সামর্থবান বলতে যার নিকট নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদ রয়েছে তাকে বুঝায়), মুকীম (স্থায়ী আবাসস্থলে অবস্থানকারী) মুছলমানের উপর কোরবানী করা ওয়াজিব।

তবে যাই হোক, কোরবানী করা শারী‘য়াতে ইছলামিয়াহর অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী পালনীয় বিধান, তাতে কারো কোন দ্বিমত নেই। কেউ যদি কোরবানী করবে বলে মানত করে, তাহলে তার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব- এ বিষয়েও কারো কোন দ্বিমত নেই। এমনিভাবে কেউ যদি একটি পশু ক্রয় করার পর বলে যে, “এ পশুটি আমি কোরবানী দেয়ার জন্য ক্রয় করেছি” কিংবা “এটি আমার কোরবানীর পশু” তাহলে নির্ধারিত সেই পশুটি কোরবানী করা তার উপর ওয়াজিব- এ বিষয়েও আয়িম্মায়ে কিরামের কারো কোন দ্বিমত নেই।

রাছুলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর (ﷻ) নৈকট্য কামনায় মুকীম এবং মুছাফির সর্বাবস্থায় প্রত্যেক বছর (মাদানী জীবনের দশ বছর) কোরবানী করেছেন।

কোরবানী বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী:-

কোরবানী সঠিক-শুদ্ধ হওয়ার জন্য ৬টি শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে যদি একটি শর্তও না পাওয়া যায়, তাহলে কোরবানী সঠিক ও বিশুদ্ধ হবে না বা কোরবানী আদা হবে না।

শর্ত ৬টি হলো, যথা:-

১) নিম্নলিখিত যে কোন প্রকার গবাদিপশু হতে হবে :- (ক) উট (খ) গরু (গ) ছাগল (ঘ) ভেড়া বা দুগ্ধা। এগুলোর নর বা মাদি।

২) কোরবানীর পশুটি শারী‘য়াত নির্ধারিত বয়সী হতে হবে। আর তা হলো:- ছাগল, ভেড়া বা দুগ্ধা- এক বছর পূর্ণকারী এবং ২য় বছরে পদার্পণকারী হতে হবে।

গরু- দুই বছর পূর্ণকারী এবং ৩য় বছরে পদার্পণকারী হতে হবে।

উট- পাঁচ বছর পূর্ণকারী এবং ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী হতে হবে।

মোটকথা, উট হোক কিংবা গরু, ছাগল, ভেড়া বা দুগ্ধা- এগুলোর নর বা মাদি যা-ই হোক না কেন, অবশ্যই

সেটাকে কমপক্ষে মূল (দুধ দাঁত নয়) দুই দাঁত বিশিষ্ট হতে হবে। আর সাধারণত উপরে উল্লেখিত বয়স হলেই এই দাঁত দু'টি গজায়।

তবে ক্লোরবানীর বয়স পূর্ণ হওয়ার পরেও যদি পশুটির দাঁত না গজায় এবং তার ক্লোরবানীর বয়স পূর্ণ হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহলে এক্ষেত্রে ঐরূপ পশু দিয়ে ক্লোরবানী আদা করা জায়িয়, তাতে আল্লাহ ﷻ চাহতো কোন অসুবিধা নেই।

৩) ক্লোরবানীর পশুটি নিম্নোক্ত ত্রুটিসমূহ হতে মুক্ত হতে হবে :-

(ক) স্পষ্ট কানা। আর তা দুই চোঁখ হোক বা এক চোঁখ, বাহ্যত: চোঁখ থাকুক বা না-ই থাকুক। মোটকথা, পশুটির অন্ধত্ব যদি স্পষ্ট হয়, তাহলে এমন পশু দিয়ে ক্লোরবানী জায়িয় হবে না। কিন্তু যদি স্পষ্ট কানা না হয়, যেমন চোঁখের যৎসামান্য অংশ (চার বা তিনভাগের একভাগ) যদি সাদা হয়ে যায় কিংবা তার অন্ধত্ব প্রকাশ না পায়, পশুটি যদি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে, তাহলে এরূপ পশু ক্লোরবানী করা জায়িয়।

(খ) স্পষ্ট রোগী। অর্থাৎ যে পশুটির মধ্যে রোগের ছাঁপ স্পষ্ট, দেখেই বুঝা যায় যে পশুটি রোগাক্রান্ত। যেমন- প্রচণ্ড দুর্বল, নিস্তেজ, প্রচণ্ড জ্বরে বা কাশিতে আক্রান্ত, যদ্রুণ চলে-ফিরে খেতে পারছেনা কিংবা খাওয়ার রুচি হারিয়ে ফেলেছে অথবা শরীরে এমন ঘা, পচন বা চর্মরোগ দেখা দিয়েছে যা তার গোশ্বতকে আক্রান্ত করে ফেলেছে অথবা তার শরীর-স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলেছে। এরকম পশু দ্বারা ক্লোরবানী জায়িয় নয়। তবে যদি তার রোগ স্পষ্ট বা প্রকাশিত না হয়, যেমন- বাহ্যিকভাবে পশুটিকে দেখে রোগগ্রস্ত বলে মনে না হয় কিংবা সাধারণ এমন কোন রোগ হয় যেটি পশুর শরীর বা স্বাস্থ্যের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়, তাহলে এরকম পশু দ্বারা ক্লোরবানী করা জায়িয়।

(গ) স্পষ্ট খোঁড়া বা লেংড়া। অর্থাৎ যে পশুটি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না। মাঠে-পথে তার স্বজাতি অন্যান্য সুস্থ পশুদের সঙ্গে একসাথে হাটা-চলা করতে অক্ষম- এমন পশু ক্লোরবানী করা জায়িয় নয়। তবে হ্যাঁ, খোঁড়ামী যদি স্পষ্ট না হয়; তা যদি প্রকাশ না পায়, যেমন- পশুটি তার পায়ে কিছুটা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে স্বজাতি অন্যান্য সুস্থ পশুদের সাথে হাটা-চলা করতে পারে, তাদের সাথে ঘুরে-ফিরে খেতে পারে, তাহলে এরূপ পশু ক্লোরবানী করা জায়িয়।

(ঘ) প্রচণ্ড জীর্ণশীর্ণ হাড়িসার। অর্থাৎ যে পশুটি অতিশয় জীর্ণশীর্ণ, শরীরে গোশ্বত নেই বললেই চলে। এরকম পশু দ্বারা ক্লোরবানী জায়িয় নয়।

উপরোক্ত চার প্রকারের যে কোন প্রকার ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারা ক্লোরবানী জায়িয় নয়। এর প্রমাণ হলো- বারা ইবনু 'আযিব رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা রাহুলুল্লাহ رضي الله عنه খুতবাহ্ দিতে আমাদের মাঝে

দাঁড়ালেন, অতঃপর তিনি বললেন:-

أربع لا تجوز في الأضاحي؛ العوزاء النيين عورها، والمریضة النيين مرصتها، والعرجاء النيين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي.

অর্থ- ক্বোরবানীর ক্ষেত্রে চার প্রকার পশু দ্বারা ক্বোরবানী জায়িয় নয়- স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগগ্রস্থ, স্পষ্ট খোঁড়া এবং অতিশয় জীর্ণশীর্ণ; হাড়িসার।<sup>৩</sup>

মুআত্তা ইমাম মালিক গ্রন্থেও বারা ইবনু ‘আযিব رضي الله عنه থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

যেহেতু এসকল হাদীছে উল্লেখিত চার প্রকার ত্রুটিযুক্ত পশু ক্বোরবানী করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, সুতরাং এর চেয়ে মারাত্মক ও বেশি ত্রুটিযুক্ত পশু ক্বোরবানী করা যে নিষিদ্ধ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন- খোঁড়ার স্থলে যদি পশুটির এক হাত অথবা এক পা কাটা হয় বা ভাঙ্গা হয় কিংবা কোমর ভাঙ্গা হয় যে পিছন দিক উঠাতে পারে না, তাহলে এরূপ পশু দ্বারা ক্বোরবানী জায়িয় হবে না। এ ব্যাপারে আয়িম্মায়ে কিরামের কারো কোন দ্বিমত নেই। অনেক ‘উলামায়ে কিরামের মতে, উল্লেখিত চার প্রকার ত্রুটির সমান তথা সমপর্যায়ের অন্যান্য ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারাও ক্বোরবানী জায়িয় নয়। পক্ষান্তরে এই চার প্রকার ত্রুটির অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ছোটখাটো ত্রুটি বা খুঁত যেটি পশুর শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয় কিংবা তার মোটা-তাজা হওয়ার পথে অন্তরায় নয় কিংবা তার মূল্য হ্রাসের কারণ নয়, এরূপ কোন দোষ-ত্রুটিযুক্ত পশু ক্বোরবানী করা জায়িয়। এ বিষয়ে আয়িম্মাহ্ ও ‘উলামায়ে কিরামের কারো কোন দ্বিমত নেই। যেমন- কানের সামান্য অংশ কাটা বা ছিদ্রযুক্ত পশু, কম লোম বিশিষ্ট পশু, শিংয়ের উপরের খোসা উঠে যাওয়া পশু, শিংয়ের অগ্রভাগের সামান্য বা এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ ভেঙ্গে যাওয়া পশু দ্বারা ক্বোরবানী আদা করা জায়িয় তথা বৈধ রয়েছে। তবে প্রত্যেক ক্বোরবানী দাতাকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সুন্দর, সুঠাম, হুপ্পু ও নিখুঁত পশু ক্বোরবানী করাই হলো সবচেয়ে উত্তম।

অনেক পশুর গায়ে ছোট ছোট গ্লান্ড দেখা যায়, এটা আসলে ধর্তব্য কোন রোগ বা ত্রুটি নয়, এরূপ পশু ক্বোরবানী করা জায়িয় তথা বৈধ রয়েছে। তবে হ্যাঁ, গ্লান্ডের কারণে যদি পশুর শরীর-স্বাস্থ্যের কোনরূপ ক্ষতি হয়ে থাকে, কিংবা গ্লান্ডের কারণে পশুটির গোশ্‌ত যদি মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তাহলে এরূপ পশু দ্বারা ক্বোরবানী জায়িয় নয়। আর যদি সাধারণ কোন টিউমার হয়ে থাকে, তাহলে এরূপ পশু দিয়ে ক্বোরবানী দেয়া যদিও জায়িয় রয়েছে, তবে তা মাকরুহ্।

মল-মূত্র বন্ধ হয়ে যে পশুটির পেঠ ফুলে বা ফেঁপে গেছে এমন পশুর পেশাব-পায়খানা হয়ে শঙ্কামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তদ্বারা ক্বোরবানী করা জায়িয় নয়।

৩. رواه الترمذي- ১৬৯৭. وأبو داود- ২৮০২. وابن ماجة- ৩১৬৬.

৪. তিরমিযী- ১৪৯৭। আবু দাউদ- ২৮০২। ইবনু মাজাহ্- ৩১৪৪

উপর থেকে পড়ে গিয়ে কিংবা অন্য কোন কারণে যে পশুটির মরণাপন্ন অবস্থা, এমন পশু দিয়ে কোরবানী জায়িয় নয় যতক্ষণ না সেটি শঙ্কামুক্ত হবে।

৪) কোরবানী সঠিক-শুদ্ধ হওয়ার জন্য চতুর্থ শর্ত হলো- কোরবানী দাতাকে অবশ্যই কোরবানীর জন্য নির্ধারিত পশুটির বৈধ মালিক হতে হবে অথবা বৈধ মালিকের কিংবা শারী‘য়াতের পক্ষ হতে যথাযথ অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে। সুতরাং চুরি করা, ছিনতাই করা, অন্যায় বা মিথ্যা দাবির মাধ্যমে গৃহীত পশুর দ্বারা কোরবানী জায়িয় হবে না। কেননা আল্লাহ্ (ﷻ) নাফরমানীর মাধ্যমে তো তাঁর নৈকট্য বা সম্ভৃষ্টি লাভ করা যায় না।

কোন ইয়াতীম যদি পর্যাণ্ড সম্পদের মালিক হয়ে থাকে এবং কোরবানী না দিলে যদি তার মন ভেঙে পড়ে অর্থাৎ দুঃখবোধ করে, তাহলে এমতাবস্থায় ইয়াতীমের অভিভাবক তার অনুমতি স্বাপেক্ষ কোরবানী দিতে পারবেন।

৫) কোরবানীর পশুটির মধ্যে অন্য লোকের অধিকার যেন সম্পৃক্ত বা সংযুক্ত না থাকে। অর্থাৎ পশুটি যেন কারো কাছে দায়বদ্ধ কিংবা কারো কাছ থেকে বন্ধক নেয়া অথবা কারো নিকট বন্ধক দেয়া না হয়।

উপরোক্ত ৫টি শর্ত কেবল কোরবানীর পশুর ক্ষেত্রেই নয়; হাজ্জে তামাত্তু‘ বা হাজ্জে কিরানের হাদইয়ু এবং ‘আক্বীক্বার পশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৬) কোরবানীর পশু অবশ্যই শারী‘য়াত নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কোরবানী করতে হবে। অর্থাৎ ১০ই যিলহাজ্জ ‘ঈদের সালাতের পর থেকে (যে শহরে বা এলাকায় একাধিক ‘ঈদের সালাতের জামা‘আত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেখানে প্রথম জামা‘আত সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর থেকে) আয়িম্মাহ ও ‘উলামায়ে কিরামের অনেকের মতে ১২ই যিলহাজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর কারো কারো মতে ১৩ই যিলহাজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোরবানী করতে হবে। এই সময়ের আগে বা পরে কোরবানী করলে কোরবানী আদা হবে না। সাহীহ্ বুখারীতে বারা ইবনু ‘আযিব رضي الله عنه হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, রাছুলুল্লাহ صلوات الله عليه وآله وسلم বলেছেন:-

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ التَّضَكُّ فِي شَيْءٍ. ٥

অর্থ- যে ব্যক্তি ‘ঈদের সালাতের পূর্বে যবেহ্ করবে, তাহলে সেটা হবে নিজের পরিবারের খাবারের জন্য পেশকৃত গোশত। এতে কোরবানীর আদৌ কিছু নেই (অর্থাৎ এটা আদৌ কোরবানী হিসেবে গণ্য হবে না)।<sup>৫</sup>

সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছলিমে জুনদুব ইবনু ছুফইয়ান আল বুজালী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে,

٥. رواه البخاري- ٥٥٤٥. و مسلم- ١٩٦١.

৬. সাহীহ্ বুখারী- ৫৫৪৫। সাহীহ্ মুছলিম- ১৯৬১

রাছুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:-

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى<sup>৯</sup>

অর্থ- সালাতের (ঈদের সালাতের) পূর্বে যে ব্যক্তি যবেহ করবে, সে যেন তদস্থলে অন্য একটি পশু কোরবানী করে।<sup>৮</sup>

আনাছ ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:-

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ تَمَّ نُسْكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.<sup>৯</sup>

অর্থ- যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে (ঈদের নামাযের পূর্বে) যাবেহ করল, সে তা নিজের জন্য যবেহ করল। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে যবেহ করল, তার কোরবানী পূর্ণ হলো এবং সে মুছলমানদের পথ সঠিকভাবে অনুসরণ করল।<sup>১০</sup>

উপরোক্ত হাদীছসমূহ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঈদের সালাতের আগে কোরবানী করলে তা আদা হবে না বরং পুনরায় কোরবানী করতে হবে। তবে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল যেখানে ঈদের জামা'আতের কোন ব্যবস্থা নেই, সেসব এলাকায় সূর্য উদয়ের পর ঈদের সালাত আদায় করা যায় এই পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর কোরবানী করা জাযিয়।

কোরবানীর শেষ সময় ১২ই যিলহাজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মোট তিন দিন না ১৩ই যিলহাজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মোট চার দিন, এ বিষয়ে যদিও উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, তবে কোরআন ও ছুন্নাহর দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে ৪ দিনের পক্ষের মতটিই অধিকতর শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত। কেননা কোরআনে কারীমে আল্লাহ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّيَ الْأَعْلَى ইরশাদ করেছেন:-

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ<sup>১১</sup>

অর্থাৎ- এবং নির্ধারিত দিনসমূহে আল্লাহকে স্মরণ করো।<sup>১২</sup>

৯. رواه البخاري- ২০৬২. و مسلم- ১৯৬০.

৮. সাহীহ বুখারী- ২৫৬২। সাহীহ মুছলিম- ১৯৬০

৯. رواه البخاري- ৫৫৪৫, ৫৫৪৬

১০. সাহীহ বুখারী- ৫৫৪৫, ৫৫৪৬

১১. سورة البقرة- ২০৩

১২. ছুরা আল বাকুরাহ- ২০৩



অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:-

لِيَسْتَهْدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ٥٧

অর্থাৎ- যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ পশু হতে যা রিয়ক্ব হিসেবে দান করেছেন, সেগুলোর উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।<sup>১৪</sup>

নুবাইশাহ আল হুযালী رحمته الله عليه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছুলুল্লাহ صلوات الله عليه বলেছেন:-

أَيَّامُ الشُّرْبِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى. ٥٨

অর্থ- তাশরীকের দিনগুলো হলো খানা-পিনা ও আল্লাহর যিক্র তথা আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।<sup>১৫</sup>

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীছে আল্লাহকে স্মরণ করার মধ্যে পশু জবাইকালীন আল্লাহর নাম স্মরণ করা তথা আল্লাহর নামে পশু যবেহ করাও অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া যেহেতু রাছুলুল্লাহ صلوات الله عليه এর উপরোক্ত হাদীছের ভিত্তিতে সকল আয়িম্মায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা রাখা হারাম। তাই এ বিষয়টিও ৪ দিনব্যাপী ক্বোরবানী জায়য হওয়ার মতামতকে জোরালোভাবে সমর্থন করে। তবে প্রথম দিন অর্থাৎ ১০ই যিলহাজ্জ ঈদের সালাত খুতবাহ্‌সহ সম্পন্ন হওয়ার পর ক্বোরবানী করাই যে সবচেয়ে উত্তম এবং তৎপরবর্তী দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে পরের দিনের চেয়ে আগের দিন (যেমন- ১২ তারিখের চেয়ে ১১ তারিখ) ক্বোরবানী করা উত্তম, এ বিষয়ে আয়িম্মায়ে কিরামের কারো কোন দ্বিমত নেই। এমনিভাবে রাতের চেয়ে দিনের বেলা ক্বোরবানী করাটাই যে উত্তম এবং ৯ই যিলহাজ্জ দিবাগত রাতে এবং ১৩ই যিলহাজ্জ দিবাগত রাতে ক্বোরবানী করলে তা যে আদা হবে না, এতদ্বিষয়েও আয়িম্মায়ে কিরামের কারো কোন দ্বিমত নেই।

যাই হোক, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্বোরবানী দেয়ার এই শর্তটি কেবল ক্বোরবানীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, 'আক্বীক্বাহ বা হাদ্‌ইয়ু ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ক্বোরবানীর জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো উট, এরপর গরু, এরপর ভেড়া-দুগ্ধা বা ছাগল। তারপর উটের এক-সপ্তমাংশ, এরপর গরুর এক-সপ্তমাংশ। আর এসবের নারী প্রজাতি থেকে পুরুষ প্রজাতি হলো উত্তম। সাহীহ্

১৩. سورة الحج- ২৮

১৪. ছুরা আল হাজ্জ- ২৮

১৫. رواه مسلم- ১১৬১

১৬. সাহীহ্ মুছলিম- ১১৪১

বুখারী ও সাহীহ মুছলিমের বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, জুমু‘আর সালাতের জন্য দ্রুত গমনকারীদের সম্পর্কে রাছুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:-

مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، فَكَأْتَمًا قَرَّبَ بَدَنَهُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأْتَمًا قَرَّبَ بَقْرَةَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ، فَكَأْتَمًا قَرَّبَ كَيْسًا. ٩٥

অর্থ- যে ব্যক্তি জুমু‘আর প্রথম মূহর্তে গমন করল সে যেন একটি উষ্ট্রী কোরবানী করল, যে ব্যক্তি জুমু‘আর দ্বিতীয় মূহর্তে গমন করল সে যেন একটি গাভী কোরবানী করল, আর যে ব্যক্তি জুমু‘আর তৃতীয় মূহর্তে তথা তৃতীয় ভাগে গমন করল সে যেন একটি ছাগল কোরবানী করল।<sup>১৮</sup>

এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, গরু থেকে উট উত্তম এবং ছাগল থেকে গরু উত্তম। আর যেহেতু গরু থেকে উট উত্তম সুতরাং গরুর এক-সপ্তমাংশ থেকে উটের এক-সপ্তমাংশ উত্তম হবে, এটাই স্বাভাবিক।

উট, গরু, ছাগল- এই তিন প্রজাতির মধ্যে যেটি বেশি দামী, মোটা-তাজা, দেখতে সুন্দর ও নিখুঁত হবে, ঐ প্রজাতির মধ্যে সেটিই হবে সবচেয়ে উত্তম। যেমন- যে উটটি বেশি দামী, মোটা-তাজা ও নিখুঁত হবে- উটের মধ্যে সেটিই হবে সবচেয়ে উত্তম। এমনিভাবে গরু-ছাগল-ভেড়া বা দুগ্ধার মধ্যে যেটি বেশি দামী, মোটা-তাজা ও নিখুঁত হবে- এ প্রজাতির পশুর মধ্যে সেটিই হবে কোরবানীর জন্য সবচেয়ে উত্তম। আবু রাফে‘ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَيْسَيْنِ سَمِينَيْنِ. ٩٥

অর্থ- রাছুলুল্লাহ ﷺ যখন কোরবানী করতে যেতেন, তখন তিনি দু’টি মোটা-তাজা মেঘ (দুগ্ধা) ক্রয় করতেন।<sup>২০</sup>

কোরবানী সংক্রান্ত অত্যন্ত জরুরী কয়েকটি মাছায়িল:-

১) বেশি মূল্যে কোরবানীর জন্য একটি পশু কেনার চেয়ে সম্ভব হলে ঐ একই দামে একই প্রজাতির একাধিক পশু কোরবানী করা উত্তম। কেননা একাধিক কোরবানীর দ্বারা অধিক এবং একাধিক বার রক্ত প্রবাহিত করা হয়ে থাকে। তবে সাতটি ছাগল-ভেড়া বা দুগ্ধা কোরবানীর চেয়ে একটি উট বা গরু কোরবানী করা উত্তম। কেননা এগুলোর সাতটি হলো একটি উট বা গরুর সমান, আর পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে

১৭. رواه البخاري- ٨٨١ . و مسلم- ٨٥٠ .

১৮. সাহীহ বুখারী- ৮৮১। সাহীহ মুছলিম- ৮৫০

১৯. رواه أحمد- ٢٢٠ / ٦ . وابن ماجه- ٣١٢٢ .

২০. মুছনাদে ইমাম আহমাদ- ৬/২২০। ইবনু মাজাহ- ৩১২২



যে, ক্ফোরবানীর জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো- উট, এরপর গরু, তারপর দুম্বা-ছাগল ও ভেড়া। সর্বাবস্থায় খেয়াল রাখতে হবে- পশুটি যেন ত্রুটিমুক্ত হয়।

এমনিভাবে প্রত্যেক প্রজাতির পশুর মধ্যে উত্তম জাতের পশু ক্ফোরবানী করা হলো- সর্বোত্তম। যেমন- উটের মধ্যে দামী ভালো জাতের উট, তদ্রূপ গরু-ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ইত্যাদির মধ্যেও ভালো জাতের দামী পশু ক্ফোরবানী করা সবচেয়ে উত্তম।

২) ক্ফোরবানীর জন্য নিখুঁত ও নির্দোষ পশু কেনার পর যদি তাতে এমন কোন ত্রুটি বা দোষ দেখা দেয়, যে দোষ বা ত্রুটি সম্বলিত পশু ক্ফোরবানী করা জায়িয় নয়, মোটকথা যদি পশুটি ক্ফোরবানীর অনুপযোগী হয়ে যায়, যেমন- একটি ভালো উট, গরু, দুম্বা, ছাগল বা ভেড়া কেনার পর যদি সেটি অন্ধ, খোঁড়া বা অচল হয়ে যায় কিংবা পা ভেঙে যায়, তাহলে এক্ষেত্রে এর কারণ খুঁজে দেখতে হবে। যদি দেখা যায় যে, ক্ফোরবানী দাতার উদাসীনতা বা গাফলতির কারণে কিংবা তার সুস্পষ্ট ভুলের কারণে এমনটি হয়েছে, তাহলে উক্ত পশু দ্বারা ক্ফোরবানী আদা হবে না, বরং এর স্থলে তাকে একই প্রজাতির সমমূল্যের অন্য একটি পশু ক্ফোরবানী করতে হবে। কেননা ক্ফোরবানীর পশু ক্রয় করার পর ক্রেতা তথা ক্ফোরবানী দাতা সেটির আমানতদার ও যিম্মাহ্দার হয়ে যান, সুতরাং তার যিম্মায় থাকাকালীন যদি পশুটি তার অবহেলা বা ভুলের কারণে ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ে তাহলে অবশ্যই তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে এ বিধানটি কেবল ওয়াজিব ক্ফোরবানীর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আর যদি মুছ্তাহাব ক্ফোরবানীর পশুর ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে থাকে, তাহলে এরকম পশুর স্থলে অন্য একটি পশু ক্ফোরবানী করা যদিও ওয়াজিব নয়, তবে তা মুছ্তাহাব তথা উত্তম।

আর যদি ক্রেতা তথা ক্ফোরবানী দাতার অবহেলা বা সুস্পষ্ট ভুলের কারণে এরূপ না হয়ে থাকে, বরং অন্য কোন কারণে কিংবা এমনিতে হয়ে থাকে, তাহলে ক্ফোরবানী ওয়াজিব হোক বা মুছ্তাহাব হোক সর্বাবস্থায় এরূপ পশু দ্বারা ক্ফোরবানী আদা করা জায়িয় রয়েছে। কেননা ক্রেতা পশুটি ক্রয় করার সময় নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত দেখেই কিনেছে, আর পরবর্তীতে যা হয়েছে তাতে ক্রেতার কোন হাত নেই, সুতরাং তজ্জন্য ক্রেতাকে দায়ী করা যাবে না এবং তার উপর কোন দায়ভার বর্তাবে না। শারী'য়াতের বিধান হলো- আমানতদারের কোনরূপ হস্তক্ষেপ ব্যতীত যদি আমানত নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তজ্জন্য আমানতদারকে দায়ী করা যাবে না।

৩) ক্ফোরবানীর জন্য পশু নির্ধারণ করতে হবে। আর এই নির্ধারণ দু'ভাবে করা যায়- (ক) কথা দ্বারা। যেমন- কেউ যদি একটি পশু ক্রয় করার পর এরূপ বলে যে, “এটি হলো আমার ক্ফোরবানীর পশু” আর এ কথা দ্বারা যদি তার উদ্দেশ্য হয় পশুটিকে ক্ফোরবানীর জন্য নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট করা, তাহলে এরূপ কথা ও নিয়্যাতের দ্বারা পশুটি ক্ফোরবানীর জন্য নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং তখন থেকে পশুটি ক্ফোরবানীর পশু বলে গণ্য হয়। তবে যদি “এটি হলো ক্ফোরবানীর পশু” বলে এটিকে ক্ফোরবানীর জন্য নির্ধারণ বা সুনির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য না হয় বরং শুধুমাত্র এই মর্মে অবগত করা উদ্দেশ্য হয় যে, ভবিষ্যতে আমি পশুটি

কোরবানী দেয়ার ইচ্ছা রাখি, তাহলে একরূপ নিয়্যাত ও কথা দ্বারা পশুটি কোরবানীর জন্য সুনির্দিষ্ট বা সুনির্ধারিত হবে না কিংবা কোরবানীর পশু বলে গণ্য হবে না।

(খ) কাজের দ্বারা সুনির্দিষ্টকরণ। এটি দু'ভাবে করা যেতে পারে- (এক) কোরবানীর নিয়্যাতে পশুটি যবেহ্ করা। যখন কেউ কোরবানীর যোগ্য কোন পশুকে কোরবানীর নিয়্যাতে যবেহ্ করে নিবে, তখন যবেহ্কৃত পশুটি কোরবানীর পশু বলে গণ্য হবে এবং তার উপর কোরবানীর পশুর যাবতীয় বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

(দুই) কোরবানীর জন্য নির্ধারিত পশুর স্থলে কোরবানী দেয়ার উদ্দেশ্যে অন্য একটি পশু ক্রয় করা। যেমন- কোরবানীর জন্য একটি পশু নির্ধারণ করার পর পশুটি কোরবানী দাতার অবহেলা বা ভুলের দরুণ হারিয়ে যাওয়ার কিংবা কোরবানীর অযোগ্য হয়ে পড়ার কারণে যদি তদস্থলে বা তার পরিবর্তে অন্য একটি পশু ক্রয় করা হয়, তাহলে হারিয়ে যাওয়া বা অযোগ্য হয়ে যাওয়া পূর্ববর্তী পশুটির স্থলবর্তী হিসেবে ক্রয়কৃত পশুটি কোরবানীর পশু বলে গণ্য ও নির্ধারিত হয়ে যায়। কেননা পরিবর্তিত বিষয় বা বস্তুর উপর যে বিধান প্রযোজ্য ছিল, তার স্থলাভিষিক্ত বিষয় বা বস্তুর উপর সেই একই বিধান প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

যেহেতু হারিয়ে যাওয়া বা অযোগ্য হয়ে পড়া পশুটি কোরবানীর পশু বলে নির্ধারিত ছিল এবং তার উপর কোরবানীর পশুর বিধান প্রযোজ্য ছিল, অতএব তার স্থলাভিষিক্ত তথা তার পরিবর্তে ক্রয়কৃত পশুটি কোরবানীর পশু বলেই গণ্য হবে এবং ঐ পশুটির ক্ষেত্রে যেসব বিধান প্রযোজ্য ছিল তার স্থলাভিষিক্ত এই পশুটির ক্ষেত্রেও সেইসব বিধান প্রযোজ্য হবে।

তবে এছাড়া (কোরবানীর জন্য নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট পশুর স্থলে বা পরিবর্তে ক্রয়কৃত পশু ব্যতীত) অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কোরবানীর নিয়্যাতে কোন পশু কেবল ক্রয় করলেই সেটি কোরবানীর জন্য নির্ধারিত হবে না এবং সেটি কোরবানীর পশু বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না নির্ধারণ করার উপরোল্লিখিত নিয়মাবলির যে কোন একটি নিয়ম অনুসরণ করা হবে।

যেমন- একজন দাসকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কেবল ক্রয় করলেই সেই দাস মুক্ত দাস বলে গণ্য হয় না এবং তার উপর মুক্ত দাসের বিধান প্রযোজ্য হয় না, যতক্ষণ না তাকে মুক্ত করা হয় কিংবা তার মুক্ত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত হয়।

এমনিভাবে কোন কিছু ওয়াকুফ করার উদ্দেশ্যে কেবল ক্রয় করলেই তা ওয়াকুফকৃত বলে গণ্য হয় না এবং তার উপর ওয়াকুফের বিধান প্রযোজ্য হয় না, যতক্ষণ না সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিতভাবে তা ওয়াকুফ করা হয়। তদ্রূপ একটি পশু কেবল কোরবানীর নিয়্যাতে ক্রয় করলেই সেটি কোরবানীর পশু বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না সেটিকে সুবিধিত নিয়মে কোরবানীর জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত করা হবে।

যখন একটি পশু কোরবানীর জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং কোরবানীর পশু বলে গণ্য হয়ে যাবে, তখন

পশুটির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে:-

১) পশুটিকে ক্বোরবানীর পরিপন্থি কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন- এটিকে দান বা বিক্রি করা যাবে না কিংবা বন্ধক রাখা যাবে না। মোটকথা, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে পশুটিকে ব্যবহার কিংবা পশুটির বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

যেমন- কেউ যদি ক্বোরবানীর জন্য একটি উট, গরু বা ছাগল নির্ধারণ করে নেয়ার পর নির্ধারিত ঐ পশুটির প্রতি যে কোন কারণে তার মন আকৃষ্ট হয়ে যায় এবং সে এই পশুটিকে ক্বোরবানী না দিয়ে এটিকে নিজের জন্য রেখে দিতে চায় এবং পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম অন্য একটি পশু ক্বোরবানী দিতে চায়, তাহলে এরূপ করা তার জন্য জায়য নয়। কেননা এটা হলো আল্লাহর (ﷻ) জন্যে নির্ধারণকৃত বস্তুকে নিজের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

তবে হ্যাঁ, আদৌ নিজের ব্যক্তিগত কোন কারণে বা স্বার্থে নয় বরং নিছক ক্বোরবানীর স্বার্থে এবং একমাত্র আল্লাহর (ﷻ) সন্তুষ্টির নিমিত্ত যদি নির্ধারিত পশুটির পরিবর্তে এর থেকে উত্তম কোন পশু নেয়া হয়, তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

২) ক্বোরবানীর জন্য একটি পশু নির্ধারণ করার পর যদি নির্ধারণকারী মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য আবশ্যিক হলো নির্ধারিত পশুটি ক্বোরবানী করা। আর যদি নির্ধারণ করার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে উত্তরাধিকারীগণ পশুটিকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী ভোগ-ব্যবহার করতে পারবেন।

৩) ক্বোরবানীর জন্য কোন পশু নির্ধারণ করার পর সেই পশু থেকে কোনরূপ ফায়দা নেয়া যাবে না এবং পশুটিকে একমাত্র ক্বোরবানী ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন- পশুটি দ্বারা হাল-চাষ করা যাবে না, তার দুধ দোয়ানো যাবে না যদি তাতে তার কিংবা বাচ্চার কোন ক্ষতি হয়। তার লোম বা পশম কাটা যাবে না। তবে যদি পশুটির কোন উপকার হয় তাহলে তার লোম কাটা যাবে, তার দুধ দোয়ানো যাবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো- দুধ বা লোম বিক্রয়লব্ধ টাকা অবশ্যই সাদাক্বাহ বা হাদইয়াহ হিসেবে দিয়ে দিতে হবে, তদ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া যাবে না।

৪) ক্বোরবানীর জন্য পশু নির্ধারণ করার পর যদি সেটি মারা যায় বা চুরি হয়ে যায়, তাহলে এক্ষেত্রে দুই অবস্থা:-

(ক) যদি ক্বোরবানী দাতার অবহেলা বা ভুল ইত্যাদি কারণে, মোটকথা ক্বোরবানী দাতার কোন কর্মকাণ্ডের কারণে যদি মরে যায় কিংবা হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তাহলে সমমানের-সমমূল্যের কিংবা এর থেকে উত্তম অন্য একটি পশু ক্বোরবানী করা ওয়াজিব। পরবর্তীতে হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়া পশুটি যদি পাওয়া যায়, তাহলে এর মালিক হবেন- ক্বোরবানীদাতা। তিনি এটিকে দান, বিক্রি, সাদাক্বাহ ইত্যাদি যা

ইচ্ছা তা-ই করতে পারবেন।

(খ) যদি ক্ফোরবানী দাতার অবহেলা বা ভুলের কারণে নয় কিংবা তার কোন ক্রিয়া-কর্মের দরুণ নয় বরং অন্য কোন কারণে এরূপ কিছু ঘটে থাকে, তাহলে তাকে উক্ত পশুটির স্থলে অন্য আরেকটি পশু ক্ফোরবানী করতে হবে না। কেননা পশুটি তার কাছে আমানত স্বরূপ ছিল। আর আমানত যদি এমনিতে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে যার কাছে বস্তুটি আমানত থাকে তার উপর কোন জামানত তথা ক্ষতিপূরণ বর্তায় না। তবে পরবর্তীতে যদি পশুটি কোনভাবে ফিরে পাওয়া যায়, তাহলে ক্ফোরবানীর সময় চলে গেলেও পাওয়ার সাথে সাথে সেটি ক্ফোরবানীর নিয়মে যবেহু করে দেয়া ওয়াজিব।

আর যদি ক্ফোরবানীর জন্য পশু সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত করার আগেই কারো উপর ক্ফোরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে, যেমন কেউ যদি মানত করে থাকে যে, “এ বছর আমি ক্ফোরবানী করব” আর এমতাবস্থায় তার ক্রয়কৃত পশুটি যদি তার কারণে নয় বরং অন্য এমন কোন কারণে মরে যায় বা চুরি হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়; যে কারণের পিছনে তার কোন হাত নেই বা তার কিছু করার সাধ্য নেই, তাহলে এমতাবস্থায়ও তার উপর ওয়াজিব হলো- অন্য একটি পশু ক্ফোরবানী করা। পরবর্তীতে যদি সে তার এই হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়া পশুটি কোনভাবে ফিরে পায়, তাহলে সে মালিক হবে পশুটির এবং ইচ্ছানুযায়ী সে এটি ভোগ-ব্যবহার করতে পারবে। তবে এর স্থলে যে পশুটি ক্ফোরবানী করেছিল সেটির মূল্য যদি পূর্বের হারিয়ে যাওয়া পশুটির মূল্য থেকে কম হয়ে থাকে, তাহলে যে পরিমাণ কম হবে সেই পরিমাণ মূল্য সাদাক্বাহ করে দিতে হবে।

সূত্র:- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহু আল “উছাইমীন সংকলিত “আহ্‌কামুল উযহিয়াহ ওয়ায্ যাকাত”।

শাইখ সালিহু ইবনু “আব্দিল “আযীয আ-ল আশ্ শাইখ সংকলিত “আহ্‌কামুল হাদয়ি ওয়াল আযা-হী”।

বি: দ্র: যবেহু করার নিয়ম-পদ্ধতিসহ ক্ফোরবানী সংক্রান্ত আরো বেশ কিছু জরুরী মাছায়িল ইন-শা-আল্লাহ আগামী “ঈদুল আযহা সংখ্যায় প্রকাশের আশা রাখি। এই সংখ্যাটি সযত্নে সংগ্রহে রাখুন!